দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 28 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডিগ্রী পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়

আবারও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপরীক্ষায় ফল বিপর্যয় ঘটল। এই নিয়ে পরপর তিনবার। একটা বড় কারণ নাকি প্রয়োজনীয়সংখ্যক ইংরেজী শিক্ষক না-থাকা। অন্য কারণ যেটা বলা হচ্ছে, সেটা অদ্ভুত। আসনবিন্যাসের দরুন নকল করতে না-পারা। নকল করার মতো সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা গেলে পরীক্ষার ফল ভাল হতো। সেটা কেমন ভাল? সে-রকম বোধ ও প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষেরই থাকা উচিত নয়। থাকতে পারে না, সে-ব্যাপারে নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একমত হবে। আর, ইংরেজী শিক্ষার ঘাড়ে দোষ চাপানোর পিছনে দুঃখজনক বাস্তবতা থাকলেও সে-বাস্তবতা পাল্টানোর উদ্যোগ নেয়া হবেনা কেন? কত বছর লাগবে কলেজগুলোয় প্রয়োজনীয়সংখ্যক ইংরেজী শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে? ইংরেজীতে গ্রেস দেয়ার লজ্জাকর ঘটনা ফি বছর ঘটতেই থাকবে? এ-বছর এবং গত বছর, দুবারই ইংরেজীতে কমন গ্রেস ৬ নম্বর দেয়া হয়েছে। তার আগেরবার দেয়া হয়েছে ৫। মোট পাসের হার এ বছর শতকরা ২৪ দশমিক ৭৭ ভাগ, গত বছর ছিল ৩৪ দশমিক ২৯ ভাগ, আর, তার আগেরবার ছিল ৩৩ দশমিক ০৮ ভাগ। তিন বছরের গড় করলে দাঁড়ায় শতকরা ৩০.৭১৩ ভাগ। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের উন্নতি ঐখানে বলতে গেলে থেমে থাকছে।

এবারের ফলবিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি দেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের এক অধ্যাপক বলেছেন, এটা সার্বিকভাবে শিক্ষার অবক্ষয়েরই প্রতিফলন। তিনি সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারতেন। অবশ্য, শিক্ষার অবক্ষয়ই তো সামাজিক অবক্ষয়ের পথ করে দেয়।

শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে ইংরেজী পরীক্ষায় ফেল করছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেশিরভাগ কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক, নিয়মমাফিক যে-তিনজন করে ইংরেজী শিক্ষক থাকার কথা, তাও নেই, কিংবা আরও লজ্জাজনক তথ্যও, অনেক কলেজের শিক্ষকই ভাল ইংরেজী জানেন না।

আক্ষেপ করেতো লাভ নেই। সাধারণভাবেই শিক্ষায় ধস নেমেছে। এটা এক করুণ ও উদ্বেগজনক সমাজ-বাস্তবতা। একটি অধোপতিত সমাজের চেহারাই প্রতিফলিত হচ্ছে ডিগ্রী পরীক্ষায় উপর্যুপরি ফল-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। আরও নিদারুণ লজ্জাকর অবস্থা হচ্ছে, অনেক পরীক্ষার্থী ফেল করছে বাংলায়ও। বাংলার জন্য জীবনদানকারী একটি জাতির ভবিষ্যত প্রজন্ম বাংলা পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারছে না।

আসল কথা সেটা নয়। লেখাপড়ার চর্চাটাই কমে যাচ্ছে। তেমন একটা কড়াকড়ি নেই কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাপ্রদানের ব্যাপারে। মেয়েরা পরীক্ষায় ভাল করছে, তার মানে, তারা সমাজের অবক্ষয়ী কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকছে। ছেলেদেরও এ-ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার। শিক্ষার ব্যাপারে অবহেলাটা, শৈথিল্যটা শুধু নিচের দিকেই দৃশ্যমান বললে ভুল হবে, এ-গলদটা সমাজ ও প্রশাসনের একেবারে উচ্চপর্যায়েই। পানির অধোগতির মতো এক্ষেত্রেও অধোপতনটা ঘটছে ওপর থেকে নিচু স্তর পর্যন্ত। ডিগ্রীস্তরের শিক্ষাটা হচ্ছে মাঝামাঝি স্তর। এই মধ্যস্তর অতিক্রম করতে না-পারলে জাতি আর বিশ্বসভায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, তা শেখার ওপর জোর না-দেয়ার কোন সুযোগ কিন্তু নেই। বরং এখনও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উন্নতি করতে হলে অপরিহার্যভাবেই ইংরেজীতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। আবার, অবহেলিত শিক্ষার স্তর ডিগ্রী কোর্স মেধাবী বা মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রীদের আর আকৃষ্ট করতে পারছেনা। পরীক্ষায় অকৃতকার্যতায় অভিভাবক মহলেরও দুশ্চিন্তা ঘুচছেনা। দেশে বেকারত্বও বেড়ে চলেছে। যেসব দেশে এসব সমস্যা নেই, তারা এগিয়ে যাবে, আমরা পিছনে পড়ে থাকব। সেদিক থেকে দেশপরিচালকদের অতিঅবশ্যই অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একটা সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করে, শিক্ষাপ্রশাসনকে দুর্নীতি-অনিয়ম-স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কবল থেকে যথাশীঘ্র মুক্ত করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরসহ সর্বস্তরে শিক্ষার সার্বিক মান অবশ্যই উন্নত করতে হবে। সেইসঙ্গে পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কারও জরুরী। পরীক্ষায় নকলরোধের কঠোর ব্যবস্থাতো অবশ্যই বহাল রাখতে হবেই, সেইসঙ্গে নকল করার প্রশ্নই যাতে না-আসে, সে-প্রবণতার যাতে মূলোৎপাটন করা যায়, সেইভাবে আগে শিক্ষাদান-পদ্ধতিকেই সকল দোষত্রুটিমুক্ত করা দরকার। ইংরেজীই হোক, আর যে-বিষয়ই হোক, তার পরীক্ষায় গ্রেস দিয়ে পাস করানো ও সেভাবে পাসের হার বাড়ানোর লজ্জা ও অগৌরব শুধু শিক্ষার্থীর ওপর বর্তায় না, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ও দেশের নেতৃত্বের ওপরই বর্তায়।